182. Cb. 922. 1

RARE BOOK

NATIONAL LIBRARY
No. Imp. 4263
DATE 23/9/09
CALCUTTA

ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী

লেখক

শ্রীচারুচন্দ্র রায়, এম-এ

(৭০৪)

[1922
Calcutta]

ফরাসী ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্ত্তৃক ইন্দ্রনারায়ণকে প্রদত্ত সুবর্ণ পদক

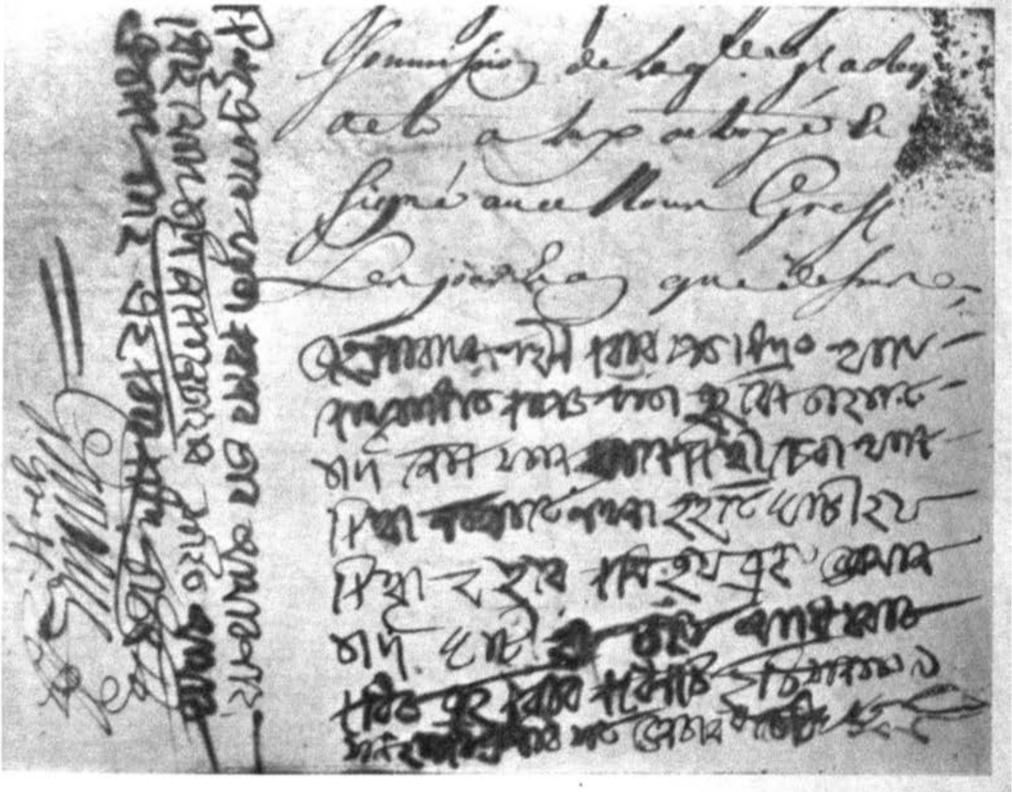

ইন্দ্রনারায়ণের স্বহস্তে লিখিত "করার পত্র" [২৭০ পৃঃ দ্রষ্টব্য

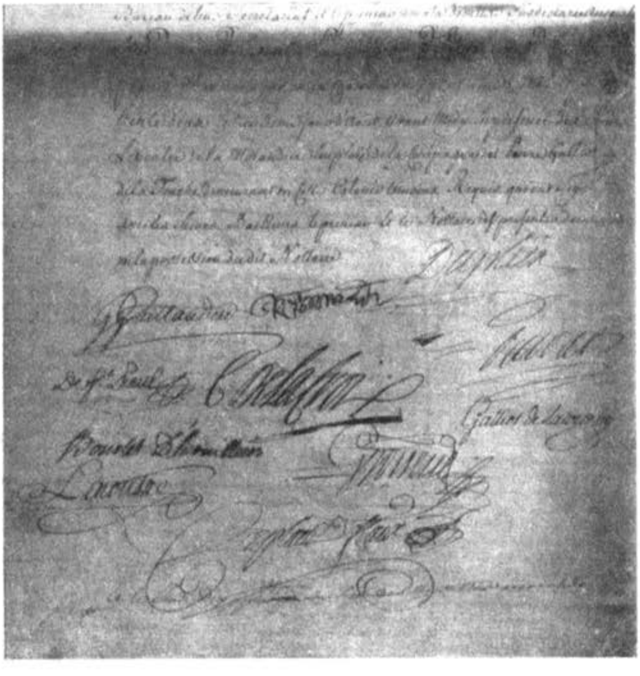

ইন্দ্রনারায়ণের স্বাক্ষর

(উপরের সহি তিনটীর মধ্যে মধ্যেরটী ইন্দ্রনারায়ণের বাঙ্গলায় লেখা ; তাহারই পার্শ্বে ডুপ্লেক্সের সহি)

ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী

[লেখক— শ্রীচারুচন্দ্র রায় এম-এ]

জেলা যশোহরের অন্তর্গত সর্ব্বরাজপুর নামক গ্রামে শুদ্ধ শ্রোত্রিয় পালধিগোষ্ঠীয় কন্দর্প চৌধুরী বংশে হরিরাম চৌধুরী নামে এক সম্পন্ন ব্যক্তির দুই পুত্র— জ্যেষ্ঠ রাজারাম ও কনিষ্ঠ ইন্দ্রনারায়ণ।

ঠিক কোন্ সময়ে এবং কি সূত্রে রাজারাম ও ইন্দ্রনারায়ণ চন্দননগরে আসিয়া বাস করেন, সে সম্বন্ধে কোন বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস নাই, পরন্তু অনেক প্রকার কিম্বদন্তী আছে। কেহ বলেন, গঙ্গাতীরে বাসের মানসে, তাঁহারা চন্দননগরের নিকটবর্ত্তী বিলকুলী নামক গ্রামে মাতৃস্বস্বপতির (মেসোর) ভবনে আসিয়া কিছুদিন বাস করিয়া পরে অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ ও নিরাপদ স্থান চন্দননগরে আসিয়া বাস করেন। কেহ বলেন, জ্ঞাতিবিরোধ জনিত গৃহবিবাদহেতু যশোহরে পিতৃগৃহে বাস অসম্ভব হওয়ায় তাঁহারা গোপনে যশোহর ত্যাগ করিয়া দেবানন্দপুরে জনৈক ব্রাহ্মণ-গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পৈতৃকবিষয়-সম্বন্ধীয় বিবাদ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে হরিরাম রাজদ্বারে নালিশ করিবার জন্ত মুর্শিদাবাদ গিয়াছিলেন; বিবাদে জয়লাভ করিয়া ফিরিবার পথে জ্ঞাতিগণ তাঁহাকে হত্যা করে। এই সংবাদ যশোহরে পৌছিলে, নিরাশ্রয় রাজারাম ও ইন্দ্রনারায়ণ জনৈক প্রভুপরায়ণ ভৃত্যের সমভিব্যাহারে প্রাণভয়ে গোপনে যশোহর ত্যাগ করিয়া বিলকুলী গ্রামে মুরশিদ কুলির ছাউনিতে আশ্রয় ভিক্ষার জন্ত উপস্থিত হন। জনশ্রুতির ভিতর কোথায় কতখানি সত্য নিহিত আছে আবিষ্কার করা সুকঠিন। মুরশিদ কুলি তখন বাংলার দেওয়ান; এবং ১৭০৩ খৃঃ অব্দে তিনি সফরে বাহির হইয়া উড়িষ্যায় গমন করেন; ১৭০৫ খৃঃ অব্দে জানুয়ারী মাসে উড়িষ্যা হইতে প্রত্যাগত হইয়া বর্দ্ধমানে ছাউনি করিয়াছিলেন। দেবানন্দপুর বা বিলকুলিতে অবস্থান করিয়া বালেশ্বর হইতে বর্দ্ধমানের পথে কোন স্থানে মুরশিদ কুলির সহিত সাক্ষাৎ করা অসম্ভব নহে।

কিন্তু তাঁহারা কি সূত্রে চন্দননগরে আসিলেন এবং কি উপায়ে চন্দননগরে ফরাসি কোম্পানীর নিকট কার্য্য গ্রহণ করিলেন—এ সকল কথার মীমাংসা করিবার মত কোন ইঙ্গিত কিম্বদন্তী পর্য্যন্ত দিতে পারে না; কল্পনা হয় ত পারে, কিন্তু কল্পনা ইতিহাস নহে। পিতার হত্যার কাহিনী যদি সত্য হয়, এবং বিলকুলীতে যদি মাতৃস্বস্বপতির আশ্রয়লাভ সম্ভবপর হইয়া থাকে, তাহা হইলে যে কারণে তৎকালের অনেক বিপন্ন ব্যক্তি নিরাপদ বিদেশীয় সংস্থান মধ্যে প্রবেশ করিয়া আত্মরক্ষা, আপনার ধনমান রক্ষা করিতেন—ঠিক সেই কারণে—জ্ঞাতিগণের সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া, পিতৃহীন রাজারাম ও ইন্দ্রনারায়ণের পক্ষে বিলকুলি বা দেবানন্দপুর হইতে চন্দননগরে আসিয়া বাস করা বিচিত্র নহে, পরন্তু অতি সহজ ও স্বাভাবিক। কিন্তু এ সমস্তই কল্পনা মাত্র।

ফরাসির দপ্তরে কাগজপত্রের মধ্যে কোথায় কি নিদর্শন আছে দেখা যাউক।

ফরাসি দপ্তর ঘাটকাইয়া আমি দেখিয়াছি, ফরাসি কাগজপত্রে তিনবার রাজারামের নাম পাওয়া গিয়াছে। প্রথম, ১৭১৪ খৃঃ অব্দে একখানি বাড়ী বিক্রয়ের কবুলিয়ৎ পত্রে লেখা আছে—নন্দধর বেনিয়ান, চুঁচুড়া যাইবার বড় সড়কের উপর একখানি

বাড়ী ক্রয় করিলেন, যে জমির উপর বাড়ী তাহা রাজারামের তালুকদারী ভুক্ত ও রামকৃষ্ণ দত্ত নামে জনৈক দেশীয় বণিকের বাগানের উত্তরে অবস্থিত।

দ্বিতীয়, ১৭২২ খৃঃ অব্দের একখানি দলিলে Razarame Brame এই নাম পাওয়া যায়, এই রাজারাম ফরাসি কুঠিতে কেরাণী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

তৃতীয়, চুঁচুড়াবাসী জনৈক বণিক, নাম নয়নানন্দপতি "ফরাসিস ১৭২৮ খৃঃ অব্দে" "শ্রীকানেন্দ (?) ফিরিঙ্গি"কে একখানি "এক মাস্তরী বলুপ ডেড় হাজার মণি কিম্মত মান্দরাজী ৮১৫ তঙ্কার" বিক্রয় করিতেছেন। এই দলিলে তিনজন সাক্ষী—শ্রীরাজারাম শর্ম্মা, শ্রীরামভদ্র শর্ম্মা ও শ্রীবারানসি।

এই রাজারাম শর্ম্মাই যে ইন্দ্রনারায়ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। কবে তিনি ফরাসি কোম্পানীর চাকরী গ্রহণ করেন, তাহার কোন নিদর্শন পাই নাই; তবে ১৭১৪ খৃষ্টাব্দেই তিনি তালুকদার বলিয়া অভিহিত হওয়ায় মনে হয়—তাহার পূর্ব্বেই ফরাসির চাকরী করিয়া এবং সেই সঙ্গে ফরাসির বাণিজ্যে যোগদান করিয়া কিছু বিষয় সম্পত্তি করিয়াছিলেন।

১৭০৩ খৃষ্টাব্দে ১৪ই জুন তারিখে রাজারাম নামে একজন বিচক্ষণ লোককে ইংরাজ কোম্পানী দূতরূপে বালেশ্বরে মুরশিদ কুলির ছাউনিতে প্রেরণ করেন; তিনি ইংরাজ কোম্পানীর উকীল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন—বাংলার রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁহার বিশিষ্ট জ্ঞান ছিল বলিয়া কথিত হইয়াছে। এ রাজারাম ইন্দ্রনারায়ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া মনে হয় না। কিম্বদন্তীর মধ্যে একটুও সত্য থাকিলে এ রাজারাম অন্য ব্যক্তি বলিতেই হয়। কারণ কিম্বদন্তী অনুসারে রাজারাম বাংলা সংস্কৃত ও পারসি ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন বলিয়া তিনি মুরশিদাবাদ নবাব সরকারে দেওয়ানের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; যদিও এ কিম্বদন্তীর পরিপোষক কোন প্রমাণ কোথাও মিলে না। আর ফরাসি কোম্পানীর কেরাণী রাজারাম ইংরাজের উকীল ত হইতেই পারে না। (১)

ইন্দ্রনারায়ণ নাকি চন্দননগরে প্রথমে কোন দত্ত পদবীধারী সমৃদ্ধ ব্যক্তির বাড়ি সরকারের কার্য্য গ্রহণ করেন। সে দত্ত পরিবারের সহিত দত্তর ঘাটের নাকি সম্বন্ধ আছে, ইন্দ্রনারায়ণ এই ঘাটনির্ম্মাণকার্য্যের তত্ত্বাবধান করেন এইরূপ শুনা যায়। ১৭২১ খৃষ্টাব্দের একখানা দলিলে আমি রামকৃষ্ণ দত্ত নামে একজন বণিক ও তালুকদারের উল্লেখ দেখিয়াছি, তাঁহার তিন পুত্র—গঙ্গাধর দত্ত, জগদীশ দত্ত ও ভবানী দত্ত; শেষোক্ত দুই ভ্রাতা চুঁচুড়ায় থাকিতেন এবং গঙ্গাধর দত্ত চন্দননগরে বোড়ো কিষণপুরে বাস করিতেন। চুঁচুড়ায়ও এক দত্তঘাট আছে, এই দুই ঘাট একই দত্ত পরিবারের কৃত কিনা বলা কঠিন। উক্ত দলিলখানি চক নসিরাবাদে একখানি সুবৃহৎ ইষ্টকনির্ম্মিত বাড়ির বিক্রয়পত্র, রামকৃষ্ণ দত্তের তিন পুত্র ঐ বাড়ির মূল্য স্বরূপ প্রত্যেকে ২৫০০ টাকা লইয়া দলিলের পাদদেশে বাঙ্গলায় প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছেন, এই দলিলে ইন্দ্রনারায়ণ সাক্ষী হিসাবে সহি করিয়া-

---

(১) Wilson's Early Annals, Vol I. p 170. "an old diplomatic hand."

Bruce's Annals, Vol III. p 461. "Rajaram had great knowledge in the affairs of Bengal."

Correspondance Vol II. p 425. Ramaram নাম এক "ecrivin" Charge de la perception du droit"—কথা উল্লেখ আছে; Ramaram রাজারামের অপভ্রংশ কি না বলা যায় না।

ছেন। রামকৃষ্ণ দত্ত যে কখনও ইন্দ্রনারায়ণের মনিব ছিলেন তাহা কোথাও পাই নাই।

১৭৪৫ খৃষ্টাব্দের ২৩এ আগষ্ট তারিখে পণ্ডিচারী হইতে লিখিত একখানি পত্রে ডুপ্লেক্স ইন্দ্রনারায়ণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"cet ancien serviteur depuis plus de quarante ans" (১) এই বর্ণনা যথার্থ হইলে ফরাসি কোম্পানীর সহিত ইন্দ্রনারায়ণের সম্বন্ধ ১৭০৫ খৃষ্টাব্দেরও পূর্ব্বে গিয়া পড়ে।

১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে ইন্দ্রনারায়ণের তৃতীয় পুত্র কৃষ্ণরাম (২) চৌধুরী যে চিঠি পত্র ফরাসি মন্ত্রীর নিকট প্রেরণ করেন তাহাতে লিখিত আছে ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে ইন্দ্রনারায়ণ ফরাসি কোম্পানীর দাওয়ান নিযুক্ত হন। দাওয়ান নিযুক্ত হওয়ার কথা পরে বলিতেছি, কিন্তু ডুপ্লেক্সের কথা মানিতে হইলে ১৭১৮ খৃষ্টাব্দেরও পূর্ব্বে ইন্দ্রনারায়ণ ফরাসির চাকরী গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিতেই হইবে। আর যে বৎসরই চাকরী গ্রহণ করুন তিনি ১৭৩০ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ফরাসি কোম্পানীর কেরাণীগিরি করিয়াছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, তাঁহার মাসিক বেতন ছিল ২০ টাকা।(৩)

কুড়ি টাকা মাসিক বেতন শুনিয়া বিস্মিত হইবার কোনই প্রয়োজন নাই। প্রথমতঃ, তখনকার ২০ টাকা এখনকার ২০০ টাকারও অধিক। দ্বিতীয়তঃ, তিনি শুধু কেরাণীগিরি করিয়াই দিনপাত করিতেন না—কোম্পানীর পণ্য সরবরাহ করিবার অধিকারও তাঁহার ছিল; কোম্পানীর চাকর হইলেও ব্যবসায় বাণিজ্য করিবার অধিকার যাহা তখন সকলেরই ছিল; সেই অধিকারের সদ্ব্যবহার ইন্দ্রনারায়ণ করিতেন; প্রথমতঃ, নিজের হিসাবে দেশ বিদেশে মাল চালান দিতেন, দ্বিতীয়তঃ, কোম্পানীকেও মাল সরবরাহ করিতেন।

"Indinarane......fournit la plus grande quantite de marchandises pour les cargaisons des vaisseaux de la Cie." (৪)

তৃতীয়তঃ তাঁহার বিস্তৃত তেজারতি কারবার ছিল, টাকার সুদ তখন শতকরা ১২৲ হইতে ২৪৲ পর্য্যন্ত—সুতরাং এ কাজেও তাঁহার প্রভূত লাভ ছিল।

১৭২৯ খৃষ্টাব্দে ইন্দ্রনারায়ণ ১ জাহাজ চাউল ইত্যাদি দ্রব্য পণ্ডিচারীতে পাঠান—পণ্ডিচারীতে "আকাল" লাগিয়াই থাকিত, তাই পণ্ডিচারীর কর্ত্তারা লিখিয়া পাঠাইলেন—

"Nous procurerons une avantageuse et prompte deffaite de leurs denrees, surtout lorsque ce sera du ris." (৫)

১৭২২ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর তারিখের একখানি দলিলে (৬) দেখা যায়—Aldee de Chatra নামক স্থান Bouexiere বিনোদ রায়, রাজেন্দ্র, নন্দ ও বাসুদেব দত্তের নিকট হইতে ইন্দ্রনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র জগন্নাথ প্রসাদের নামে ৮০৩ টাকায় বেনামি করিয়া কিনিয়াছেন। Francois de la Bouexiere, Ecuyer, ফরাসি কোম্পানীর Director General ছিলেন।

---

(১) Correspondance Vol II. p 389.
(২) তাঁহার নাম কৃষ্ণপ্রসাদ, Indinarain-এর সহিত সাদৃশ্য রাখিবার জন্য বোধ হয় কৃষ্ণরাম করা হইয়া থাকিবে।
(৩) Correspondance Vol I. p 79-80.
(৪) Correspondance Vol I. p 65.
(৫) Correspondance Vol I. p 48.
(৬) Archives of the Notary Public in the Administration.

কোম্পানীর কাছে বা কোম্পানীর বড় সাহেবের কাছে ইন্দ্রনারায়ণের বেশ প্রতিপত্তি হইয়াছিল বলিতেই হইবে, নতুবা বড় সাহেব তাঁহার পুত্রের নামে বেনামি করিয়া সম্পত্তি কিনিবেন কেন? বেনামি করিয়া কিনিবার হেতু এই যে মুরশিদাবাদের গভর্ণমেন্ট বিদেশীকে মোগলের ফরমান ভিন্ন ভূম্যধিকারীর স্থান অধিকার করিতে দিতেন না। (১)

১৭৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইন্দ্রনারায়ণ ২০ টাকা বেতনে ফরাসির চাকরী করিয়া ও সেই সঙ্গে বাণিজ্য করিয়া এমন সঙ্গতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন যে সেই বৎসর চন্দননগরের Director General মঃ দিরোয়া (Dirois) প্রস্তাব করিলেন যে ইন্দ্রনারায়ণকে কোম্পানীর Courtier নিযুক্ত করা হউক। কুর্তিয়ে অর্থে দালাল বা broker. এতাবৎকাল কোম্পানি ব্যবসাদার বা মহাজনদের সহিত সরাসরি সওদা করিয়া আসিয়াছে, মধ্যবর্ত্তী দালাল বা broker কোম্পানীর তরফ হইতে কেহ ছিল না। দিরোয়া দালালের পদ নূতন সৃষ্টি করিয়া সেই পদে ইন্দ্রনারায়ণকে বসাইবার ইচ্ছা করিলেন। এ প্রস্তাবে পণ্ডিচারীর গভর্ণর M. Lenoir (Pierre-Christophe) উত্তর দিলেন—"personne de nous ne doute de sa capacite mais comme il est brame sa conduite doit toujours vous etre suspecte." (২)—অর্থাৎ আমরা কেহই তাঁহার পারদর্শিতা সম্বন্ধে সন্দিহান নহি, তবে তিনি ব্রাহ্মণ অতএব তাঁহার আচরণ সম্বন্ধে সর্ব্বদাই আপনাদের সন্দিগ্ধ থাকা উচিত। Lenoir-এর এ ব্রাহ্মণ-ভীতি কোথা হইতে আসিল তাহা বলা যায় না, তাঁহার এই আশঙ্কা মূলতঃ ফরাসি জাতির মজ্জাগত anti-clericalism অর্থাৎ পুরোহিত-ভীতির রূপান্তর মাত্র হইতে পারে। কিন্তু ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর তারিখের একখানি পত্রে ডুপ্লে লিখিয়াছেন (৩)—Lenoir ইন্দ্রনারায়ণকে কোন সময়ে তিন মাসের জন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কারারুদ্ধ করেন, এবং সহরের সর্ব্বত্র বিজ্ঞাপন দেন—যে কেহ ইন্দ্রনারায়ণের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করিতে চাহেন তাঁহার নিকট আসিয়া করিতে পারেন। কিন্তু তিন মাসের মধ্যে একজন লোকও ইন্দ্রনারায়ণের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে আসে নাই। অপরাধ কি, কবে এ ঘটনা হইয়াছিল—তাহার কোন কথা উক্ত পত্রে ডুপ্লে দেন নাই। Lenoir দুইবার পণ্ডিচেরীর গভর্ণর হন, একবার ১১ই অক্টোবর ১৭২১ হইতে ৬ই অক্টোবর ১৭২৩ পর্য্যন্ত আর দ্বিতীয়বার ১২ই সেপ্টেম্বর ১৭২৬ হইতে ১৯এ সেপ্টেম্বর ১৭৩৫ পর্য্যন্ত (৪)। ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে Lenoir একবার চন্দননগরে আসিয়াছিলেন, হয়ত সেই সময়েই এই ঘটনা ঘটিয়া থাকিবে। যাহা হউক এই ঘটনা হইতে তিনটি কথা প্রতিপন্ন হয়—১ম, সে সময় ইন্দ্রনারায়ণের শত্রুর অপ্রতুল ছিল না—২য়, ইন্দ্রনারায়ণের প্রতাপ এতখানি ছিল যে একজন লোকও প্রকাশ্য ভাবে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহসী হয় নাই, ৩য়, একজনও তাঁহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয় নাই বলিয়া যে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ মিথ্যা, তাহা নহে, সত্য হইলেও প্রমাণ করা অসম্ভব মাত্র ইহাই প্রতিপন্ন হয়। এবং ইহাই Lenoir-এর ব্রাহ্মণ ভীতির অন্যতম কারণ, দোষ করিলেও তাঁহাকে দোষী প্রমাণ করা কঠিন হইবে অতএব ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে সদাই সতর্ক থাকা উচিত।

(১) See my article on "Le Commerce particulier des Francais dans Bengale" [p 18 et 19.
(২) Correspondance Vol I, p 110.
(৩) Martineau's Dupliex. p 180-81. (৪) Chronologie.

১৭৩০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ Courtier নিযুক্ত হইলেন। Courtier-এর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে Lenoir লিখিয়াছেন,—Courtier মহাজনগণের কার্য্যকলাপের উপর নজর রাখিবেন, তাহাদিগকে যে দাদন দেওয়া যায়, তাহারা তাহার উপযোগী পাত্র কি না, যে মাল সরবরাহ করিবার ভার তাহারা লয়েন, তাহা সরবরাহ করিবার ক্ষমতা তাহাদের আছে কি না তাহার খোঁজ লইবেন; এবং দালালি হিসাবে Courtier নির্দ্দিষ্ট মজুরী ছাড়া আর কিছু কাহারও নিকট হইতে লইতে পারিবেন না, এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কোম্পানিকে সাধারণ মহাজনের স্থায় মাল সরবরাহ করিতে পারিবেন না। শতকরা ১৲ টাকা Courtier-এর মজুরী ধার্য্য ছিল। (১)

নূতন Courtier বা broker নিয়োগে ইংরাজ কোম্পানির অনুসৃত একটী উপচারের বর্ণনা Wilson-এর পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়। "Our Broker and merchants being all called in we did as usual on the like occasion give the Broker a Surpan (সিরোপা) also Rose water and Beatle to him and all the merchants and so dismissed them." (২)

ও উপঢৌকন এই দেশের, ইংরাজী মতে, [illegible] কোম্পানির নূতন দালাল [illegible] উপচারে তাহার অভিষেক করিতেন বলিয়া মনে হয়।

ইংরাজেরা Courtier [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অর্থাৎ কোম্পানি [illegible] এবং [illegible] লাগিল। [illegible] হইতে কোম্পানির বাণিজ্যের উন্নতি হইতে লাগিল, [illegible] নূতন [illegible] মাল জমা হইয়া France, Pondy, Achem, Mahe, Persia, Moka ইত্যাদি স্থানে প্রেরিত হইতে লাগিল। ১৭২৫ হইতে ১৭৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চন্দননগরে [illegible] হইয়াছিল। ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে [illegible] [illegible] [illegible] ইন্দ্রনারায়ণ [illegible] টাকা হইয়াছিল।

যে দিন মহাজনেরা দাদন লইয়া Contract সহি করিত [illegible]

(১) Correspondance, Vol. I, p. 65 "Un courtier ne doit [illegible] d'autre chose que de veiller sur la conduite des marchands pour savoir s'ils sont solvables pour les avances qu'on leur fait et s'ils sont en état de fournir le quantités [illegible] qualités de marchandises qui sont portées par les engagements, et de ne recevoir d'eux aucunes choses sous quelque pretexte que ce puisse être [illegible] son seul droit de courtage."

The same, p. 79.

The same, p. 110. Vous le ferez jouir des [illegible] qui luy sera payé par les marchands et l'avertirez qu'il ne se mele que de son employ de courtier sans faire aucuns contrats avec nous, directement ny indirectement; tenez y la main avec beaucoup de soin.

(২) Wilson's Early Annals, Vol. II, p. 251. (Ext. 990)

হার উপহার দিয়া বিদায় দেওয়া হইত এবং ১৫টি কামান আওয়াজ করিয়া এ শুভ খবর চতুর্দ্দিকে ঘোষণা করা হইত। [illegible] [illegible] মধ্যে [illegible] রহমত থাকিত। [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] কিন্তু কোম্পানির [illegible] [illegible] [illegible] হইবা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] পূর্ব্বদিন [illegible] [illegible] [illegible] যাত্রা হইত, তিনি পরদিন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সহজে।(১)

মাস নির্দিষ্ট দিনে কোম্পানির আফুতে [illegible] করিয়া দিবার ভার মহাশয়ের, কিন্তু Courtier তাঁহার নাম ও রকম মনুনাস্ত হইল কি না, তাহার ঠিক নাই। এই মাম আফুতে হাজির করার নাম "[illegible]"; ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দের, ইজেনারায়ণের [illegible] [illegible] "[illegible] পত্রে" এ ব্যাপারটি স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করা আছে। আমি [illegible] পত্রখানির ফটোগ্রাফ দিলাম (২) ও তাঁহা সম্পূর্ণ ভাবে নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম:—

"শ্রীইন্দ্রনারায়ণ শর্ম্মণ [illegible] [illegible] [illegible] কোম্পানিতে [illegible] [illegible] হইবেক [illegible] যদি লোকসান থাকে কিম্বা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নমুনা হইতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যদি [illegible] [illegible] [illegible] আমি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিলাম ইতি [illegible] [illegible] [illegible]……[illegible] [illegible] চাল্লিশ-[illegible] [illegible]……[illegible] এখানে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাহার সহিত আমার [illegible] নাই এই কথায় [illegible] ইতি—"

এই [illegible] একটী কথা [illegible] আপনাকে ইচ্ছা করি, ইন্দ্রনারায়ণ [illegible] [illegible] পারদর্শী ছিলেন, এই কথা [illegible] অভিজ্ঞ হইয়া থাকে। কিন্তু আমি ইন্দ্রনারায়ণের [illegible] [illegible] দেখিয়াছি, [illegible] [illegible] একটিও [illegible] সহি নাই; সকল [illegible] [illegible] লিখিত, ফরাসি ভাষাভিজ্ঞ সম্বন্ধে ফরাসিতে [illegible] করিয়াছেন, কিন্তু ইন্দ্রনারায়ণ সহি করিয়াছেন [illegible]। তাঁহার এই সহির একটী নমুনা দিলাম (৩) [illegible] [illegible]—উপরোক্ত কয়টি [illegible] [illegible] [illegible] দিতে, যে সকল কথা [illegible] [illegible] আছে, বাঙ্গলা অংশে তাহাই পুনর্ব্বার বলা হইয়াছে, অথচ বাঙ্গলা অংশ ফরাসির অনুবাদ নহে। [illegible] মনে হয়, ফরাসিতে কি বলা আছে না আছে কে জানে, তাহাতে সহি না করিয়া নিজের বক্তব্য [illegible] করিয়া বাঙ্গলায় বলিয়া তাহাতে ইন্দ্রনারায়ণ সহি করিয়াছেন ইহাতে মনে হয়, তিনি [illegible] [illegible] [illegible] জানিতেন না, নতুবা তাঁহার ফরাসি জ্ঞান শুধু Copyist কেরাণীর [illegible] মত অতি [illegible] ছিল।

[illegible] হউক ২০০ টাকা [illegible] কেরাণীর [illegible] সহে ৩০,০০০ হাজার টাকা আর হওয়ায় চারিদিকে [illegible] সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ব্যবসাদার [illegible] [illegible] ব্যবসার ব্যাপারে [illegible] [illegible] শেঠ [illegible] [illegible] ইত্যাদিরা সহ্য করিতে পারিল না। [illegible] [illegible] হইল, কেননা [illegible] বড় [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সে ও কোম্পানির নিকট [illegible] এই [illegible] [illegible] তাঁহাদের [illegible] হইল। কোম্পানির কর্ম্মচারীদেরও [illegible] উপস্থিত হইল, [illegible] টাকার [illegible] এত উন্নত তাহাদের অনেকে সহ্য করিতে পারিল না—কোম্পানিকে [illegible] [illegible] [illegible] হইতেছেন, এই অভিযোগ [illegible] হইতে লাগিল। (৩)

---

(১) Ananda Ranga Pillai's Diary, Vol. I, p. 39.

(২) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

(৩) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শেঠ ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] উপস্থিত করা হইয়াছিল। Early Annals, Vol. II, [illegible]

অভিযোগের ভিতর কিছু সত্যও নিহিত ছিল। তাহা পরে বলিতেছি। কিন্তু ২৮শে আগষ্ট ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পরম হিতৈষী ও গুণগ্রাহী বন্ধু Francois Dupleix চন্দননগরের কর্ণধার হইয়া আসিলেন, শত্রুগণ তখনও মাথা তুলিবার অবসর পাইল না।

কথিত আছে, এই সময় ইন্দ্রনারায়ণ ফরাসি কোম্পানির "দাওয়ান" নিযুক্ত হন। ফরাসি দপ্তরের, পুরাতন বা নূতন কোন কাগজে, কোম্পানির কোন কর্ম্মচারী সম্বন্ধে দাওয়ান পদবীর প্রয়োগ নাই। (১) ইন্দ্রনারায়ণকে ক্রমান্বয়ে ecrivin, marchand gentil, courtier, fermier এই আখ্যাই সর্ব্বত্র দেওয়া হইয়াছে।

১৭৩২খৃষ্টাব্দের ৩০এ আগষ্ট তারিখে ইন্দ্রনারায়ণকে ফরাসি কোম্পানীর জমিদারীর fermier অর্থাৎ ইজারাদার নিযুক্ত করা হয়। লোকে এই ইজারাকে দেওয়ানী আখ্যা দিয়া থাকিবে। অওরঙ্গজেব প্রদত্ত ৬০ বিঘা জমির ভিতর ফরাসি কোম্পানি দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা ছিলেন, বধদণ্ড প্রয়োগের পূর্ব্বে নবাবের হুকুম লইতে হইত এই মাত্র। ঐ ৬০ বিঘা জমির উপর ফরাসির কুঠি ছিল, বাকি তালুকদারী জমি মাত্র; সে সময়ে বোড় কিষণপুর, চকনসিরাবাদ ও গাবিনাড়া এই কয়টি মহল লইয়া সেই তালুকদারী। (২) সেই তালুকদারীর যে বিভিন্ন কর স্থাপিত ছিল, তাহার অধিকাংশই মুসলমান জমিদারী ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। ইংরাজ ও ওলন্দাজ কোম্পানির অধিকার মধ্যেও সেই সমস্ত কর আদায় করা হইত (৩)। যাঁহার তত্বাবধানে তাহা আদায় করা হইত এবং যিনি তৎসংক্রান্ত বিবাদের নিষ্পত্তি করিতেন, তাঁহার নামই ছিল "জমিদার"; ফরাসি কোম্পানিরও জমিদার ছিল, ডুপ্লেক্সের আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই জমিদারীর আয় বৎসরে ৭ হইতে ৮ হাজারের অধিক হয় নাই। ইহার বৃদ্ধিকল্পে ডুপ্লেক্স ইজারা দিবার ব্যবস্থা করিলেন। খাসে আদায় করিলে বড়ই চুরি হইয়া থাকে, তাঁহার ইহাই ধারণা হয়—তাই তিনি এই ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী হন। (৪)

ইন্দ্রনারায়ণ, মাসিক ১০০০৲ কোম্পানিকে দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, এই জমিদারীর ইজারা গ্রহণ করেন। ইহাতে তাঁহার অর্থবৃদ্ধি, মর্য্যাদাবৃদ্ধি ও শত্রুবৃদ্ধি সবই একসঙ্গে সংঘটিত হয়। ডুপ্লেক্সের জীবন চরিত লেখক Cultru বলেন—ইন্দ্রনারায়ণ বৎসরে কোম্পানিকে

(১) উপরে কথিত কৃষ্ণরাম চৌধুরীর ভিক্ষাপত্রখানিকে আমি প্রামাণিক সরকারি কাগজ বলিয়া গ্রহণ করি নাই। তাহাতে অতিরঞ্জন অপ্রিয় সত্যের গোপন ইত্যাদি ভিক্ষাপত্রের সকল লক্ষণই বিদ্যমান আছে। উক্ত পত্রে ইন্দ্রনারায়ণকে দাওয়ান পদবী দেওয়া হইয়াছে।

(২) Des 4000 Bigat, comprenant la totalite de notre territoire, soixante bigats seulement ont ete concedes par l'Empereur du Mogol.C'est sur ce local qu'avoit ete construit le fort, dans l'enciente du quel logeaient outre la garnison, le Gouverneur, et les employes de la Cie. Toute les prerogatives derivant de la souverainete, meme le droit de vie et de mort, etaient attribuees a ce petit emplacement protege par le seul deployment du pavillon Royal.—Note on Chandernagor, by J. Dayot. 1820 10 Fevrier.

(৩) Wilson's Early Annals, Vol. II.

(৪) ইংরাজ কোম্পানির অনুরূপ ব্যবস্থার কথা Long's Selctions from unpublished Records of Government Vol. 1, Nos. 91, 440, 441, 442, 443. also Long's note p. 205.

১২,০০০৲ টাকা মাত্র দিয়া ৮০,০০০৲ টাকা লাভ করেন,তাহাতে কোম্পানীর ছোট বড় কর্ম্মচারী তাঁহার প্রতি ঈর্ষান্বিত হন। যে শুল্ক আদায় করে সে কখনই লোকের প্রিয় হইতে পারে না। সুতরাং এতদিন সম্প্রদায় বিশেষে তাঁহার শত্রু ছিল,এখন প্রায় সকলেই তাঁহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইল।

শুল্কের তালিকা হইতে তৎকালিক সামাজিক অবস্থা এবং আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারা যায়, সুতরাং সেই তালিকা যথা সম্ভব সংক্ষেপ করিয়া নিম্নে দিলাম।

১। বাজারের বৃত্তি—পান,শুপারি, তৈল,জ্বালানি কাঠ, চুণ, মাছ, খড়, বাঁশ, লবণ অর্থাৎ ধান চাউল ব্যতীত যাহা কিছু বিক্রয়ার্থ বাজারে আসে, তাহার উপর, খুচরা ১৲ টাকা মূল্যের জিনিষে ৵১৫, আর পাইকারী শতকরা ১৲ টাকা।

২। ধান চাউল ইত্যাদির উপর কয়ালি—১৲টাকা মূল্যের ধানের উপর দুই খুঁচি,১ খুঁচি ক্রেতা দিবে আর ১ খুঁচি বিক্রেতা দিবে।

১৲ টাকা চাউলের উপর ১ খুঁচি।

মুড়ি, চিড়া, লাড়ু, মটর ভাজা ইত্যাদির উপর খুঁচি প্রতি দুই কড়া কড়ি।

সাবিনাড়া বাজারে কয়ালি—১৲ টাকার ধানের উপর ৩ খুঁচি ; ১৲টাকার চাউলের উপর ১॥০ খুঁচি।

৩। পরকাই বা কুহল (Couholle)—যে টাকার ধান চাউল কেনা হইবে তাহার পরীক্ষাবৃত্তি হিসাবে টাকা প্রতি দুই কড়া।

৪। সেলামি—(ক) পাটা সেলামি ;

(খ) ভোজ সেলামি—জাতিচ্যুত হইয়া, জাতিতে উঠিবার জন্য যে ভোজ দেওয়া হইত—তাহার উপর সেলামি

(গ) ভিন্ন গ্রাম হইতে নিমন্ত্রণে আসিয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তি দেনার দায়ে না গ্রেপ্তার হন, তাহার জন্য সেলামি

(ঘ) কয়ালি করিবার সেলামি, এ সেলামির কোন নির্দ্দিষ্ট হার ছিল না, জমিদার যে হার প্রত্যেক ক্ষেত্রে বাঁধিয়া দিবেন — তাহাই দিতে হইবে।

৫। (ক) বোসা (Bossa) নামক মদ প্রস্তুত ও বিক্রয়ের monopoly.

(খ) দেশীয় মদ চোলাই—monopoly কুমোমহল,

(গ) ভাঙ্গ, গাঁজা ও চুরুট বিক্রয়— "

(ঘ) অগ্রদানী— "

(ঙ) মড়িপোড়া— "

(চ) পরামাণিক বা মোড়ল বৃত্তি—তিন বর্ণের পরামাণিক দেখা যায়।

কুম্ভকার—বৃত্তি বৎসরে ১৭৲ সিক্কা
কর্ম্মকার— " ১৬৲ "
সুতাকাটা— " ১২৲ "

(ছ) পারঘাট—পারাণি চার কড়া কড়ি।

এই সকল মহল নিলাম ডাকে অথবা আপোষে ইজারাদার বিলি করিতেন বা খাসে রাখিয়া আদায় করিতেন। (১)

৬। স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের বৃত্তি—ইহাকে চৌথাই বলে—কিন্তু সম্প্রদায় বিশেষে শতকরা ৪৲ টাকার অধিকও লওয়া হইত।

ফরাসি বা অন্য ইউরোপীয় এবং
আরমানিদের পক্ষে— ৪%
দেশী খৃষ্টান, মুসলমান ও হিন্দুর পক্ষে—১০%

(১) এই কয়টি মহল পূর্ব্বে ভিন্ন ব্যক্তিকে ইজারা দেওয়া ছিল— [ফুটনোটের বাকী অংশ পর পৃষ্ঠায়]

৭। দাস বিক্রয়—দাস বিক্রয়ের দলিল লিখিবার
কাগজের মূল্য—　　　১।০
দাসের মূল্যের উপর শতকরা—　৫৲

৮। বিবাহ বৃত্তি—হিন্দুমুসলমানের জন্য
প্রথমপক্ষে
ছেলের বিয়ে—১॥০
মেয়ের বিয়ে—৩৲
দ্বিতীয় বা তদূর্দ্ধ পক্ষে—
জমিদার যাহা স্থির করিয়া দিবেন।

৯। গুড়িমাগুনি—১০০ মণি বা তাহার অধিক
নৌকা প্রস্তুত করিবার বৃত্তি—
প্রতি শত মণ—৩৲
মেরামতি বৃত্তি—
প্রতি শত মণ—২৲

১০। জেলে বৃত্তি—গঙ্গায় মাছ ধরার জন্য ডিঙ্গি
প্রতি বৎসরে ॥০

১১। বলদ বৃত্তি—বলদ প্রতি বৎসরে ।/০

১২। চট্—প্রত্যেক বাণ্ডিল—৩৲

১৩। গুড়—চাষীর—খাবার গুড়—টাকায় ⁄১৫
কোত্‌রা—ইমারতি কাজের জন্য—
ছালা পিছু /০

১৪। চিনি—বান পিছু—৩৲ বাৎসরিক।

১৫। কোম্পানির খাসের পুকুর, ডোবা বা
জলায় মাছধরার বৃত্তি।

১৬। দোকান করিবার license—স্থান ও
বিক্রয় বস্তু হিসাবে বৃত্তি ধার্য্য হইত।

১৭। (ক) রেয়ত পলাতক বা মৃত হইলে অথবা
সহর হইতে বিতাড়িত হইলে তাহার
জমী বিলি।
(খ) বেওয়ারিশ স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি
বাজেয়াপ্ত।
(গ) পথের উপর জন্মে যে সকল গাছ বা
গাছের ডালপালা পড়ে তাহা ইজারা-
দারের সম্পত্তি হইয়া যায়।

১৮। বিদেশী লোক জমি জমা না করিয়া যদি
সহরে বাস করে, তাহার বাৎসরিক
দেয় (অনির্দ্দিষ্ট)

১৯। খামার বা পতিত জমির চাষ—অর্দ্ধেক
ফসল।

২০। শাক বিক্রী—খুচরা টাকায় ⁄১৫
পাইকারী শতকরা ২৲
শাঁকা—টাকায় ⁄১৫

২১। জমির খাজনা—বিঘা প্রতি
ফরাসি বা অন্য ইউরোপীয় ১।০ সিক্কা
দেশীয় খৃষ্টান, মুসলমান ও হিন্দু
২॥০ সিক্কা

২২। আদালতের সাহায্যে দেশীয় খৃষ্টান,
মুসলমান ও হিন্দু (ফরাসী বা অন্য
ইউরোপীয় নহে) যে টাকা আদায়
করে, তাহার উপর টাকায় ৵০

এই সকল বিভিন্ন বাবের নাম মহল। কালে এই মহলের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছিল, যথা গাঁজা দোকানি,

---

মদের ইজারা—২৫০০৲ বৎসরে
ইজারদার—মাখন নামে একব্যক্তি।
ভাঙ্গ ও গাঁজার—৩২৲ বৎসরে
ইজারাদার—মলুক (Moluka)
পারঘাটা—পারানি চার কড়া কড়ি
ইজারাদার—কল্যাণ পাটনি ৫৪৲ বৎসরে

অগ্রদানী—বোড়ো কিসনপুর
ইজারাদার—অযোধ্যারাম বৎসরে ২০৲
অন্যস্থানে
ইজারাদার—লক্ষীকান্ত বৎসরে ২৭৲
মড়িপোড়া—
ইজারাদার—উদয়রাম বৎসরে ১২৲

[illegible] মহল, স্ফূর্তি মহল ইত্যাদি। তিন শ্রেণীর [illegible] কোর্ট বা Gambling dens ছিল, প্রথম শ্রেণীর দিন [illegible], দ্বিতীয় ১৲ ও তৃতীয় শ্রেণীর দিন [illegible] উপরন্তু প্রত্যেক খেলায় ইজারাদারকে এক [illegible] বিনামূল্যে টিকিট দিতে হইত।

ইন্দ্রনারায়ণ কোন বৎসর কত টাকায় ইজারা লইয়াছিলেন তাহার তালিকা।

১৭৩২—১২,০০০
১৭৩৩—১২,০০০
১৭৩৪—১৪,০০০
১৭৩৫—১৪,০০০
১৭৩৬—১৫,০০০
১৭৩৭-৪০—১৫,৫০০—জগন্নাথপ্রসাদ (জ্যেষ্ঠপুত্র) (১)

এই সকল মহলের আয় আদায় করিবার খরচ [illegible] ইজারাদারের; সে খরচের উপর আরও খরচ ছিল। ইজারার সর্ত্ত অনুযায়ী ইজারাদার, কোতয়াল, পাইক ও বরকন্দাজ নিযুক্ত করিয়া সহরের পাহারা ও শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা করিতে বাধ্য থাকিতেন; আদালতে যে সকল কেরানীর আবশ্যক তাহাদের বাহিনা দিতেন এবং আদালতের চলতি খরচ যাহা [illegible] বহন করিতেন; রাস্তাঘাট মেরামত করিতেন, মুসলমান রাজসরকারে বা তালুকদারগণকে কোম্পানির দেয় খাজনা দিতেন।

ইহা হইতে বুঝা যায় ইন্দ্রনারায়ণের অসীম ক্ষমতা [illegible] ছিল, সে ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে ইচ্ছা করিলে অবসরের অভাব ছিল না এবং তিনি অপব্যবহার করিয়া লোকের উপর যথেষ্ট উৎপীড়ন করিতেন, এই অপবাদও তাঁহার হইয়াছিল; উপরে প্রদত্ত তালিকা পাঠে বুঝা যায় যে অনেকগুলি মহলের বৃত্তির হার নির্দ্দিষ্ট ছিল না, ইচ্ছামত বা খেয়ালমত তাহাকে বাড়াইয়া দিবার অধিকার তাঁহার ছিল, সে অধিকারের অপব্যবহার করাও কোন মতেই কঠিন ছিল না।

Indinaran taxait arbitrairairement les marchands selons ce qu'ils pouvaient vendre a son sens chaque annee. Il etait impossible a ces pauvres gens d'obtenir justice, car s'ils se plaignaient au directeur, Indinaran, qui etait tout puissant ruinait le plaignant et l' obligeait a sortir de la colonie. (২)

১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার কার্য্যকুশলতার পুরস্কারস্বরূপ কোম্পানি একটী স্বর্ণ পদক উপহার দেন—সে পদক এখনও বর্ত্তমান আছে; এই নূতন সম্মান লাভে ইন্দ্রনারায়ণের শত্রু সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল মাত্র।

ইন্দ্রনারায়ণের পরম বন্ধু Dupliex তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে ঈর্ষা ও শত্রুতার হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন (৩), কিন্তু ইন্দ্রনারায়ণের ধনাপবাদ মুর্শিদাবাদ নবাব সরকার পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল; নবাব যখন শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন, তখন ডুপ্লেক্সেরও সাধ্য হইল না তাঁহাকে রক্ষা করেন। ঘটনা এই, ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে চন্দননগরের এক কুটীর মধ্যে একটী

---

(১) ২২৫০০০০৲ (১৭৮০) ইজারাদার কোম্পানির কেরানী রামদুলাল চাটুর্য্যের পুত্র গুরুদাস চাটুর্য্যে, তিন বৎসরের জন্য।

খাশিমবাজারের তালুকদারীর ইজারা ইন্দ্রনারায়ণের জ্যেষ্ঠপুত্র জগন্নাথ প্রসাদের নামে ছিল। তাহারও [illegible] বৎসরে ৭ হইতে ৮০০৲ টাকা ছিল।

(২) Cultru : Dupleix.

(৩) Dupleix le soutenait de toute son autorite—Martineau : Dupleix, p. 180

স্ত্রীলোক ও তাহার শিশু পুত্র মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। পূর্ব্বে বলিয়াছি জীবন মরণের ব্যাপারে ফরাসি কোম্পানিকে নবাব সরকারে জবাবদিহি করিতে হইত। মৃত্যুর কোন হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সকলে হত্যা বলিয়া সন্দেহ করে এবং ব্যাপারটী হুগলীর ফৌজদারের কর্ণে পৌঁছায়। ফৌজদার মৃত্যুর দুই দিন পরে তদন্ত আরম্ভ করেন তখন মৃতদেহের সৎকার করা হইয়া গিয়াছে। সুতরাং বিবিধ জনশ্রুতি ভিন্ন তথ্য নির্দ্ধারণের কোনই উপায় ছিল না। তদন্তের ফলে ফৌজদার কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন তাহা স্পষ্টতঃ জানা গেল না। কিন্তু সিদ্ধান্ত যে ফরাসি কোম্পানির অনুকূল নহে, তাহা দিন কয়েক পরে ব্যক্ত হইল। ১০,০০০ নবাবী ফৌজ কাশিমবাজারের ফরাসি কুঠি অবরোধ করিল এবং তথাকার কুঠিয়াল Buratকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল। Buratকে নবাব ধর্ম্মাধিকার জিজ্ঞাসা করেন—চন্দননগরে কে মাতাপুত্রকে বধ করিল; Burat কোন উত্তর দিতে না পারিয়া "অনুসন্ধান করিয়া বলিব" এই প্রতিশ্রুতি দান করিয়া অব্যাহতি পাইলেন; কিন্তু ডুপ্লেক্স স্বয়ং এই তথাকথিত হত্যার কারণ এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, হাজি আহমেদ, তিন মাস কাশিমবাজারের কুঠি ২০০ লোক দিয়া অবরোধ করিয়া রাখেন। অনেক সাধ্য সাধনার পর, হাজি আহমেদকে ৫০০০৲, হুগলীর ফৌজদারকে ৩০০০৲ এবং অন্যান্য কর্ম্মচারীকে ২০০০৲ খেসারৎ দিয়া ডুপ্লেক্স অব্যাহতি লাভ করেন।

কিন্তু বিড়ম্বনার এইখানেই পরিসমাপ্তি হইল না। নভেম্বর মাসে হুগলীতে ইন্দ্রনারায়ণ হঠাৎ ধৃত হইলেন এবং মুর্শিদাবাদ কারাগারে নীত হইলেন। অভিযোগ এই, তিনি ধনের লোভে উক্ত মাতা পুত্রকে হত্যা করিয়াছেন। ডুপ্লেক্স কোম্পানির ইজ্জতের উপর এইরূপ বারবার হস্তক্ষেপ করায় বিশেষ মর্ম্মাহত হইলেন কিন্তু নবাব সরকারকে সন্তুষ্ট করা ভিন্ন উপায় না থাকায় তিনি Buratকে হুকুম দিলেন, যে কোন উপায়ে ইন্দ্রনারায়ণকে বিপদ হইতে মুক্ত করিবার ব্যবস্থা করা হউক। অনেক চেষ্টার পর, অবশেষে খোজা কামেল নামক জনৈক আরমানিকে মধ্যস্থ ও জামিন মানিয়া ৩৫০০০ টাকা আমানৎ দিয়া ১৫ই নভেম্বর তারিখে ইন্দ্রনারায়ণ মুক্তিলাভ করিলেন। কেহ কেহ বলেন কোম্পানি এই টাকা দান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা নহে, ইন্দ্রনারায়ণ স্বয়ংই দিয়াছিলেন। (১)

ইন্দ্রনারায়ণের উপর এই অত্যাচারের কথায় Dumas লিখেন "Nous ne pouvons nous persuader que les maîtres eussent poussé les choses si loin, s'ils n'avaient pas en quelques sujets de se plaindre de lui personellement." (২) অর্থাৎ, ইন্দ্রনারায়ণের উপর নবাবের নিশ্চয়ই কোন আক্রোশ ছিল, তাহা নহিলে ব্যাপারটা এতদূর গড়াইত না।

যাহা হউক ইন্দ্রনারায়ণ মুক্তি লাভ করিয়া পুনরায় ফরাসি কোম্পানির কাজ করিতে লাগিলেন।

তাঁহার শত্রুসংখ্যা দিন দিন বাড়িতেই লাগিল; ডুপ্লেক্স তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা করেন, পণ্ডিচারীর গবর্ণমেণ্ট ডুপ্লেক্সের কথার উপর কথা কহিতে পারেন না, সুতরাং ফ্রান্সে ইন্দ্রনারায়ণের বিপক্ষে নালিশ হইতে লাগিল। মুর্শিদাবাদ জেল হইতে মুক্তি লাভ করিবার কয়েক মাস পরে ফ্রান্স হইতে কইলেজেহ

(১) Martineau's Dupleix, p. 182-3

(২) Correspondance II, p. 62

তলব হইল ; তখনও ভুরেন্দ্র ইন্দ্রনারায়ণকে রক্ষা করিলেন, তিনি বলিলেন, ইন্দ্রনারায়ণের বিরুদ্ধে অভিযোগ সর্ব্বৈব মিথ্যা, এ কার্য্যকুশল কোম্পানির পরম হিতৈষী ভৃত্যকে যদি অকারণ বিতাড়িত করা হয়, তাহা হইলে কোম্পানির বাণিজ্যের সমূহ ক্ষতি হইবে। এবারও অভিযোগ চাপা পড়িয়া রহিল।

ক্রমশঃ

সুপ্রভাত !

[লেখক—শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী]

—০—

"Good-night ?" No, love : the night is ill
Which severes those it should unite—
Shelley.

সুপ্রভাত !—সুপ্রভাত কারে কহ প্রিয়ে
এযে অতি কুপ্রভাত, নিরাশার আলো ;—
তিয়াষা না মিটিতেই হিয়া রাখি হিয়ে
সাধের রজনী হায় ওই যে পোহালো ;—
বাহুর বন্ধন তব হইল শিথিল
হিয়ার স্পন্দন হয়ে লভিল মরণ
মরমে ঢাকিল তারে প্রভাত-অনিল
বক্ষে মোর ভরি দিয়া আকুল-ক্রন্দন।
সুপ্রভাত !—নয় প্রিয়ে নয় নয় নয়
এ যে অতি কুপ্রভাত মরণের খেলা
না ফুরাতে মোর যত প্রণয়-সঞ্চয়
প্রভাতের আলো ওই আনে অবহেলা :—
এমন রজনী কভু নহে সুপ্রভাত
মিলনে বহিয়া আনে মরণ-সংবাদ।

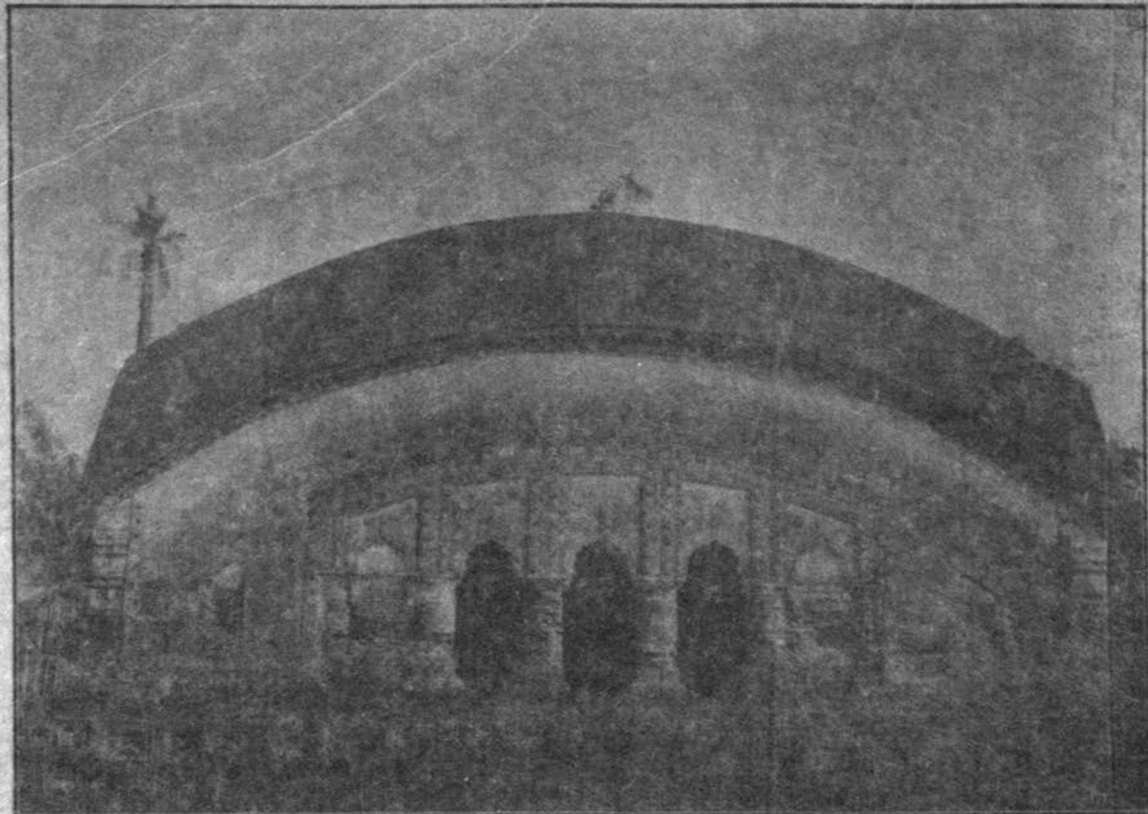

নন্দদুলালের মন্দির।

ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী

[লেখক—শ্রীচারুচন্দ্র রায় এম্-এ]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১৬৭১ শকাব্দ, বাংলা ১১৪৭ সাল, ইংরাজী ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে ইন্দ্রনারায়ণ নন্দদুলাল মন্দির রচনা করেন; মন্দিরটী সুরচিত ও সুদৃঢ়।

১৭৪১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ডুপ্লেক্স চন্দননগর ত্যাগ করিয়া পণ্ডিচারী চলিয়া গেলেন। Dirois অল্প সময়ের জন্য ডুপ্লেক্সের স্থান অধিকার করার পর Burat নামে একজন অপদার্থ ফরাসি কর্ম্মচারী চন্দননগরের কর্ণধার হইলেন। তাঁহাকে কেহই মানিত না, ফরাসি কর্ম্মচারীগণ সকলে স্ব স্ব প্রধান হইয়া যথেচ্ছাচার করিতে লাগিল—কোম্পানির টাকা অল্প বিস্তর সকলেই তছরূপ করিতে লাগিল; স্বয়ং Burat কোম্পানির তহবিল হইতে ৫০,০০০ টাকা তছরূপ করিয়াছিলেন এবং সেই অপরাধে পদচ্যুত হইয়া পরে অনেক দিনের চাকর এই অছিলায় কার্য্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হন।

ইন্দ্রনারায়ণের বিরুদ্ধে অভিযোগ, এই বিশৃঙ্খলতার মধ্যে, ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। অভিযোগ এই যে তিনি একাধারে Courtier এবং fermier হওয়ায় প্রভূত ক্ষমতাপন্ন হইয়াছেন। কুর্তিয়ের কার্য্য পণ্যদ্রব্যের তত্ত্বাবধান করা, তিনি তাহা না করিয়া নিজেই বেনামী করিয়া মাল সরবরাহ করিয়া থাকেন এবং Courtierর দস্তরীও আদায় করেন।

Indinarain profitant du trop grand pouvoir que lui donnait la ferme des aldees, avait fini par les (marchands) expulses tous de la ville et etait devenu le seul marchand en meme temps que le courtier. Il faisait faire les contrats au noms de ses ecrivins noirs, Le fait etait si public qu'en mar 1745 une enquete ayant ete faite a propos d'anciens contrats sur lequels les marchands restaient d'voir, ou decouvrit que quatorze d'entre eux etaient les pretes noms d'Indinarain.

অভিযোগ সত্য কিন্তু ইন্দ্রনারায়ণ একাকী দোষী ছিলেন না, ছোট হইতে বড় পর্য্যন্ত সকল ফরাসী কর্ম্মচারীই তাঁহার সহিত স্বার্থসূত্রে বদ্ধ ছিলেন "il etait en rapport d'interet avec les chefs." (১)

(১) Cultru : Dupleix.

তারপর দ্বিতীয় অভিযোগ—ব্যবসায় একচেটিয়া করিয়া লইয়া তিনি যা-তা মাল যা-তা দরে কোম্পানিকে দিতেন; কর্ম্মচারীগণের সহিত বন্দোবস্ত থাকায় তাহাও চলিয়া যাইত কিন্তু কোম্পানির সমূহ ক্ষতি হইত।

তৃতীয় অভিযোগ—কোম্পানির মাল গুদাম হইতে ভাল জিনিষ সরাইয়া ফেলিয়া খারাপ মাল তাহার স্থানে রাখিয়া দিতেন।

চতুর্থতঃ—ইজারাদার হিসাবে যথেচ্ছ শুল্ক আদায় করিতেন এবং দেশের লোকেরা তাঁহার ভয়ে সদাই সশঙ্কিত হইয়া থাকিত। (১)

এই অভিযোগের মধ্যে কিছু অতিরঞ্জন থাকিতে পারে—কেন না অনেক ফরাসিস কর্ম্মচারী আপনাপন হিসাবে বাণিজ্য করিতেন এবং একজন কালা ইজারাদারকে শুল্ক দিতে বাধ্য হইতেন; ইহা তাঁহাদের প্রিয় ছিল না—কিন্তু মূলতঃ এ অভিযোগ সত্য।

এই সকল অভিযোগের বিরুদ্ধে ইন্দ্রনারায়ণের বন্ধু ডুপ্লেক্স লিখেন—Nous sommes extremement surpris d'apprendre que le sieurs Gazon, Ladhone, Bontet et Allezon lui font des tracesseries tout a fait deplacees, et qui ne peuvent aboutir qu'a la diminution des revenues de la Compagnie, si elles n'ont pas des suites plus facheuses. Vous devriez, Messieurs, sentir de quelle consequence il est de conserver cet ancien serviteur de la Compagnie, qui peut infiniment nuire a ses interests, si on le degoute assez pour quitter son service, ce qui arrivera immanqueablement si l'on continue a le chagriner mal apropos et lorsque loin de dementir, il fail comme nous le savons, tout ce qu'il peut pour continuer les marques de son zele envers la Compagnie, qui ne peut ignorer, plus que nous, les bons services que cet ancien serviteur lui rend depuis plus de quarante ans. (২)

মাণিক সরকার নামে কোম্পানির জনৈক ভৃত্য, ইন্দ্রনারায়ণের বিরুদ্ধে অভিযোগের মূল কারণ বলিয়া Dupleix তাহাকে পদচ্যুত করিবার হুকুম দেন। (৩) ইন্দ্রনারায়ণ কয়েক বৎসরের ইজারার হিসাব দাখিল করেন, ডুপ্লেক্স তাহা অনুমোদন করিয়া পাঠাইয়া দেন; সে হিসাবে দেখা যায় কোম্পানিরই অনেকগুলি কর্ম্মচারী স্ব স্ব দেয় বাকি ফেলিয়া রাখিয়াছেন—

Nous sommes bien supris et mortifies de voir dans la list de ses debiteurs de personnes du Conseil; ils devraient etre les premiers a donner l'exemple; mais non, ce sont eux au contraire qui autorisent les autres. (৪)

ডুপ্লেক্স এই গণ্ডগোলের মধ্যে ইহাই দেখিয়াছিলেন, এত দিনের পুরাতন ক্ষমতাশালী ভৃত্যকে নিগৃহীত করিলে কোম্পানির সমূহ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা; অতএব তাঁহার বিরুদ্ধে যাহা কিছু অভি-

(১) See p. 294.

(২) Correspondance Vol. II, p. 389 (25 August 1745)

(৩) Do. p. 390. (৪) Do. p. 393.

যোগ সমস্তই স্বার্থান্ধ ব্যক্তিগণের ব্যক্তিগত স্বার্থপ্রণোদিত এই ধারণা লইয়া অথবা এই ভাব দেখাইয়া তিনি ফরাসি ও বাঙ্গালি নির্ব্বিশেষে কোম্পানির ক্ষুদ্র কর্ম্মচারীগণকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দণ্ডিত করিয়া ইন্দ্রনারায়ণের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখেন। যাহারা ইজারাদারকে স্ব স্ব দেয় শুল্ক না দিয়া বাণিজ্য করিবে, সে যেই হউক, তাহাকে দস্তক বা ছাড়পত্র দেওয়া হইবে না, ডুপ্লেক্স এই হুকুম দেন। ইজারাদারের কিছু করিতে না পারিয়া ইন্দ্রনারায়ণের বিপক্ষগণ ইজারা উঠাইয়া দিয়া শুল্ক খাসে আদায় করিবার ব্যবস্থা করা হউক এই প্রস্তাব করেন। তাহাতে ডুপ্লেক্স বলেন—

Il ne convient pas absolument de mettre la ferme en regie, ou a trop longtemps connu l'abus, nous y consentirons jamais. Vous devez la continuer sur le meme pied ou elle est, et au meme termier (১) অর্থাৎ ইজারা ত থাকিবেই, ইজারাদারকেও বদলান হইবে না।

ভারতবাসী সম্বন্ধে Dupleix-এর ধারণা ছিল যে তাহারা সকলেই বদমায়েস "tous le noirs sont des coquins" (২) এই তাঁহার কথা ছিল, কিন্তু তথাপি তিনি ইন্দ্রনারায়ণকে সকল অবস্থায় রক্ষা করিয়াছেন। ইন্দ্রনারায়ণের উপর তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ছিল, তিনি বলিতেন "s'il se retirait du service, on en changerait plus de quatre avant d'en trouver un pareil." (৩)

ইন্দ্রনারায়ণ একদিকে ছোট বড়, দেশী বিদেশী, হিন্দু মুসলমান কতই বিপক্ষের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া আপনার জেদ ও প্রতিপত্তি বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন কিন্তু আপনার সমাজে—ব্রাহ্মণ সমাজে, তাঁহার কিছুই প্রতিপত্তি ছিল না। জানিতঃ অন্যায় করিয়া উৎপীড়ন করিয়াও তাঁহাকে কেহ অপরাধী সাব্যস্ত করিতে পারে নাই, কিন্তু অজ্ঞানকৃত তথাকথিত পাপ করিয়া তিনি সমাজে "একঘরে" হইয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যেখানে অর্থবল লোকবল, কার্য্যকরী হয়, সেখানে তিনি অবাধগতি অপ্রতিহত বীর্য্য; কিন্তু যেখানে মাত্র অর্থবলে কাজ হয় না, সেখানে তিনি একেবারে অসহায় বন্ধুহীন, বিপর্য্যস্ত ও নিগৃহীত। সামাজিক অসহযোগ অকারণ হউক বা সকারণ হউক এতই বলবান যে অতি বড় শক্তিধরও তাহার কাছে পরাজিত হন। ইন্দ্রনারায়ণের স্থাপিত (১৭৪০ খৃঃ) নন্দদুলাল মন্দিরের সংলগ্ন অতিথিশালায় একজন চর্ম্মকার জাতীয়া স্ত্রীলোক জলচল জাতি বলিয়া পরিচয় দিয়া কিছুদিন তথায় দাসীর কার্য্য করিয়াছিল, তাহার স্পৃষ্ট দ্রব্যসমূহ দেবসেবায় ও মানুষের সেবায় ব্যবহৃত হইয়াছিল; সময়ক্রমে উক্ত স্ত্রীলোক চর্ম্মকার জাতীয় বলিয়া প্রকাশ হইলে, তাহাকে বিতাড়িত করা হয়, কিন্তু ইন্দ্রনারায়ণ তজ্জন্য ব্রাহ্মণ সমাজে "ঠেকো" হইয়া থাকেন। বহু দিন এই অপবাদের জন্য চন্দননগরের কোন উচ্চ কুলোদ্ভব ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার ভোজ্যান্নতা ছিল না। ইন্দ্রনারায়ণ তজ্জন্য বড়ই ক্ষুব্ধ ছিলেন।

কৃষ্ণনগরের মহারাজা রঘুরামের (১৭১৬-১৭২৮) সহিত তাঁহার টাকার দেনা পাওনা সম্বন্ধে বিশেষ

---

(১) Correspondance. Vol. II, p. 390.

(২) Letter to Burat. 7 Mars. 1735—Martineau's Dupleix, p. 179.

(৩) Martineau Dupleix p. 370.

ঘনিষ্ঠতা ছিল। রঘুরামের পরামর্শে ইন্দ্রনারায়ণ স্বীয় কন্যা চতুষ্টয়ের চারিটী কুলীন পাত্রের সহিত বিবাহ দিয়া চতুঃসাগরী মেল বন্ধন করিয়া, চারি জামাতা লইয়া আপনার একটী ক্ষুদ্র সমাজ সৃষ্টি করেন। ফুলিয়া মেলের ঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায়ের পুত্র অযোধ্যা-রাম মুখোপাধ্যায়ের সহিত স্বীয় প্রথমা কন্যা উমার বিবাহ দেন। পাত্রের পিতা ঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায় এ বিবাহ সম্বন্ধে মত দেন নাই। খড়দহ মেলের রঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বংশে কৃষ্ণবরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত মধ্যমা কন্যার, বল্লভী মেলের গোরাচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের সহিত তৃতীয়া কন্যার ও সর্ব্বানন্দী মেলের দয়ারাম মুখোপাধ্যায়ের সহিত কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ দেন। ইহাতে তাঁহার জাতীয় অপবাদ কথঞ্চিৎ মোচন হয়। তিনি প্রত্যেক কুলীন জামাতাকে সম্ভ্রান্ত লোকের বাসোপযোগী এক এক ইমারত ও পুষ্করিণী এবং আপনার নিষ্কর জমা হইতে ন্যূনাধিক এক এক বিঘা জমি জামাতা ও কন্যাগণের বাসের জন্য আপনার বাটীর নিকটে নিষ্কররূপে দান করিয়া গিয়াছেন, এবং সহরের বাহিরেও কন্যার ভরণ-পোষণের উপযোগী কিছু কিছু জমি দিয়া গিয়াছেন। সমাজ আমাকে চাহিল না, আমার মত করিয়া সমাজ সৃজন করিব, এই জেদের বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি এই নূতন সমাজ গড়িবার প্রয়াস করিয়াছিলেন কিন্তু ইহাতে সাময়িক ক্ষণিক তৃপ্তি ভিন্ন আর কিছুই হয় নাই। কুলমর্য্যাদা থাকিলেও অপেক্ষাকৃত অসম্ভ্রান্ত বংশে কন্যাদান করিয়া নূতন সমাজ সৃষ্টির প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল।

১৭৫২ খৃষ্টাব্দে নিরাশ্রয় কবি ভারতচন্দ্র ইন্দ্রনারায়ণের আশ্রয় লাভের আশায় চন্দননগরে আসিয়া উপস্থিত হন। (১) ইন্দ্রনারায়ণের নিকট সাহায্যের আশা পাইয়া, চন্দননগরে ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্টের দেওয়ান গোন্দলপাড়া নিবাসী রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে বাস করেন। ইন্দ্রনারায়ণের জাতিগত অপবাদ থাকাতে তথায় বাস করিতে সাহসী হন নাই। কিন্তু প্রতিদিন প্রাতঃসন্ধ্যা ইন্দ্রনারায়ণের নিকট আসিয়া "উমেদারী অর্থাৎ উপাসনা" করেন। একদিন চৌধুরী মহাশয় বলিলেন—"আমি তোমাকে ফরাসির ঘরে এখনি একটা কর্ম্ম করিয়া দিতে পারি, কিন্তু তাহাতে তোমার কিছুমাত্র সুখোদয় হইবে না, কারণ গুণের গৌরব গোপন থাকিবে। আমি তোমার নিমিত্ত একটা প্রধান উপায় স্থির করিয়াছি, নবদ্বীপের অধিরাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সহিত আমার বিশেষ বন্ধুত্ব আছে, (২) তিনি দুই চারি লক্ষ টাকা কর্জ্জ করিবার নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে আমার নিকট আসিয়া থাকেন, তিনি এবারে যখন আসিবেন, তখন আমি তোমাকে তাঁহার নিকট সমর্পণ করিয়া দিব; তুমি যেমন গুণী ব্যক্তি, তিনি সেইরূপ গুণগ্রাহক, সেই স্থান তোমার পক্ষে যথার্থ রূপ উপযুক্ত স্থান বটে।" পরে একদিন কৃষ্ণচন্দ্র কলিকাতায় কালীদর্শনের পথে ইন্দ্রনারায়ণের নিকট আসিলে তিনি ভারতচন্দ্রের কথা বলেন এবং কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে মাসিক ৪০৲ টাকা বেতনে রাজকবি নিযুক্ত করেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র যখন বাটী নির্ম্মাণার্থ কিছু জমি ভারতচন্দ্রকে দিতে স্বীকৃত হন এবং স্থান নির্দ্দেশ করিতে বলেন, ভারতচন্দ্র বলেন "ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের কৃপায় আমি কল্পতরুর আশ্রয় পাইয়াছি, অতএব তাঁহার বাটীর নিকটে হই-

---

(১) ভারতচন্দ্রের জন্ম। ১৬৩৪ অর্থাৎ ১৭১২ খৃষ্টাব্দে "বয়শ্চত্বারিংশত্তর সদসি নীতং নৃপময়া" নাগাষ্টকং —See Biography of Bharatchandra by Iswar Gupta—pp. 3, 19 and 36.

(২) ১৭১০ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণচন্দ্রের জন্ম, ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে গদিতে বসেন সুতরাং তখন তাঁহার ১২ বৎসর বয়স।

সেই ভাল হয়, যেহেতু তাঁহার সহিত সর্ব্বদাই সাক্ষাৎ করিতে পারি"—রাজা কহিলেন "তুমি মূলাযোড়ে গিয়া বসতি কর"। কবি তাই মূলাযোড়বাসী হইয়াছিলেন। (১) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচিত ভারতচন্দ্রের জীবনী হইতে উপরোক্ত ঘটনায় উল্লেখ করিলাম, আশ্চর্য্যের বিষয় এই ভারতচন্দ্র স্বীয় রচনার মধ্যে কোথাও ইন্দ্রনারায়ণের উল্লেখ করেন নাই।

বর্গীর ভয়ে (১৭৪১) মহারাজ তিলকচন্দ্রের মাতা পুত্র লইয়া বৰ্দ্ধমান হইতে পলায়ন পূর্ব্বক মূলাযোড়ের পূর্ব্ব দক্ষিণ "কাউগাছি" নামক স্থানে আসিয়া যোহারা গড়বন্দী বাটিতে বাস করেন। এই কাউগাছির রাজভবনে মহারাজা তিলকচন্দ্র রায়ের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়। ইন্দ্রনারায়ণ "সেই কর্ম্মে অধ্যক্ষ হইয়া বিশেষরূপে নৃত্যগীতের সভায় শোভা বৃদ্ধি করেন"; তাঁহার অনুরোধে ফরাসডাঙ্গা হইতে নাকি ৫০০ সৈন্য আসিয়া কয়েক দিবস রাজপুত্র ও দুর্গ রক্ষা করিয়াছিল। (২) ৫০০ সৈন্য চন্দননগরে কখনও ছিল না—বোধ হয় ৫০ জন গিয়া থাকিবে এবং আজকাল বাদ্য লইয়া কেল্লা হইতে গোরারা যেমন বড়মানুষের বিবাহে যোগদান করে, ইহাও কতকটা সেই রকমেরই বলিয়া মনে হয়।

দেশের রাজা মহারাজাগণের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া এবং নবাবের অত্যাচার ও কোম্পানির কর্ম্মচারীর ঈর্ষা কোন প্রকারে অতিক্রম করিয়াও ইন্দ্রনারায়ণ কোন দিন নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। তাঁহার জীবনের শেষভাগে নবাবের রোষ অতি ভীষণ ভাবে তাঁহার উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দেই তাহার ইঙ্গিত পাইয়া ডুপ্লেক্স লিখিয়াছিলেন—

La Compagnie ne pourra etre que tres inquiete au sujet de tout ce que vous lui marquer que vous apprehandez au sujet de mauvaises intentions du Nabab contre votre courtier Indianarain. Nous souhaitons sincerement qu'elles n'aient pas toute les suites que vous en craignez. (৩)।

নবাবের দুরভিসন্ধি কি, কোম্পানি ইন্দ্রনারায়ণ সম্বন্ধে কিসের আশঙ্কা করিতেছিলেন স্পষ্ট কোথাও পাই নাই, তবে ইন্দ্রনারায়ণের পুত্র কৃষ্ণপ্রসাদ ১১৮৮ খৃষ্টাব্দে যে আবেদন ফ্রান্সে পাঠান, তাহাতে আছে যে ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে ইন্দ্রনারায়ণকে নবাব ৩০,০০০ টাকা জরিমানা দিতে বাধ্য করিয়াছিলেন—ফরাসী কোম্পানির প্রতি অনুরাগই ইন্দ্রনারায়ণের অপরাধ—কৃষ্ণপ্রসাদের আবেদন পত্রে ইহাই প্রকাশ, কিন্তু সে আবেদন পত্রের অনেক কথা বিশ্বাস যোগ্য নহে। আমাদের বিশ্বাস নবাবের ক্রোধের কারণ এই যে ইন্দ্রনারায়ণ ফরাসীর বস্তুকের সাহায্যে বাণিজ্য করিয়া নবাব সরকারকে তাহার ন্যায্য বাণিজ্য শুল্ক হইতে বঞ্চিত করিতেন। নবাব সরকার যে অধিকার ইন্দ্রনারায়ণকে দেন নাই, সে অধিকার তাঁহার প্রাপ্য নহে। মীরকাশিমের সহিত ইংরাজ কর্ম্মচারীর যে কারণে বিরোধ ঘটিয়াছিল—ইন্দ্রনারায়ণের সহিত নবাব সরকারের বিরোধ সেই কারণেই। উপরোক্ত উদ্ধৃত কথা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে ইন্দ্রনারায়ণ পুনর্ব্বার নবাবের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন এবং সেই মনোকষ্টেই ইন্দ্রনারায়ণের শেষ জীবন কাটিয়াছিল—

(১) Biography of Bharatchandra by Iswar Gupta—২৩ পৃঃ

(২) Do. ৬৩ পৃঃ

(৩) Correspondance Vol. III, p. 107.

এই ঘটনার অব্যবহিত পূর্ব্বেই সম্ভবতঃ ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে তিনি গতায়ু হন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে চন্দননগরের পতন হইয়া যায়—ফরাসির বাণিজ্য ও ভারতবর্ষে ফরাসির সাম্রাজ্য সম্ভাবনা যুগপৎ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় এবং ফরাসির অদৃষ্টের সহিত যাহাদের ভাগ্যলক্ষ্মীর কোন সম্বন্ধ ছিল, তাহাদেরও সকল সুখ ও সৌভাগ্যের পরিসমাপ্তি হয়। সুতরাং ইন্দ্রনারায়ণ সময় থাকিতেই ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিতে হইবে।

চন্দননগর পতনের পর ইংরাজের ক্রোধবহ্নির লোলজিহ্বা শিখা সমগ্র চন্দননগরকে লেহন করিয়া মুছিয়া দিয়াছিল—দুই চারিখানি দরিদ্রের কুটীর, গঙ্গাতীরে খৃষ্টানগণের ধর্ম্মমন্দির এবং ইন্দ্রনারায়ণের নন্দদুলালের মন্দির ছাড়া একখানি গৃহও দণ্ডায়মান থাকে নাই। ইন্দ্রনারায়ণের বিপুল অট্টালিকা সেই সঙ্গেই ধূলিসাৎ হয়। সমগ্র চন্দননগর লুণ্ঠন করিয়া প্রায় দেড় কোটি টাকার সম্পত্তি ইংরাজ লইয়া যান (১) ইহার সঙ্গে ইন্দ্রনারায়ণের বংশধরগণেরও সর্ব্বস্ব চলিয়া যায়—তাঁহারা একেবারে গৃহহীন ও সম্বলহীন হইয়া পড়েন।

অতি চঞ্চল অস্থির যুগ সন্ধিস্থলে জন্মগ্রহণ করিয়া নিজের বুদ্ধিচাতুর্য্যে অতি অল্পকাল মধ্যে খুবই বড় হইয়া অল্পকাল মধ্যে ইন্দ্রনারায়ণ একেবারে বিলোপ প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছেন। সে পরিবর্ত্তনের যুগে যত শীঘ্র মানুষ কৌশলে, সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া উঠিতে পারে, তত শীঘ্রই আবার মনুষ্যত্ব, চরিত্রগত উৎকর্ষ অভাবে, সংস্কারের অগভীরতা হেতু, বিস্মৃতির অতল তলে নামিয়া যায়। ইন্দ্রনারায়ণ বড় হইলেন কিন্তু মাত্র ২৫ হইতে ৩০ বৎসরের জন্য চন্দননগরের সুতরাং বাঙ্গালার অনেকটা স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া হঠাৎ একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গিয়াছেন—তাঁহার পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রগণ ফরাসি কোম্পানির সামান্য চাকুরী করিয়া, কেহ Interpreter কেহ বা কেলার হইয়া, ক্ষুদ্র জীবন শেষ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নিজের পরিবার মধ্যে, ব্রাহ্মণ সমাজে বা বাঙ্গালীর জীবনে তাঁহার নামের ছাপ কোথাও নাই। তাঁহার স্থাপিত দেবমন্দির যাহা সেকালের ব্যবহারিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠানস্বরূপে তিনি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন—ক্লাইভের গোলা হইতে রক্ষা পাইলেও, কালের কঠোর কবল হইতে দুই শতাব্দীও রক্ষা হইতে পারে নাই, সারবত্তা এমন প্রাণ তাহাতে প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। দেব গিয়াছে, দেবমন্দির খসিয়া পড়িতেছে, যুগসন্ধির প্রবল ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে তিনি এবং তাঁহার অনুষ্ঠান সকল লুপ্ত হইয়াছে।

ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর বংশতালিকা

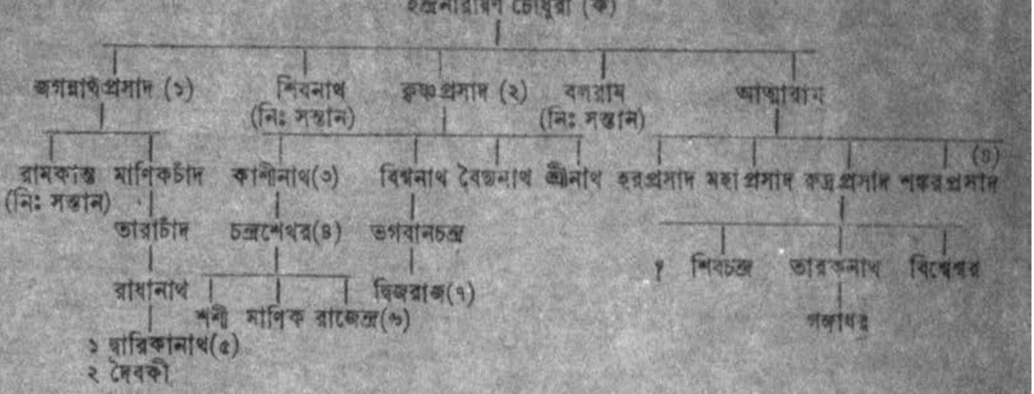

(ক) এ বংশলতায় ইন্দ্রনারায়ণের কন্যাগণের কোন উল্লেখ নাই।

(১) জগন্নাথপ্রসাদ পিতা বর্ত্তমান থাকিতেই গতাসু হন। তিনি কয়েক বৎসর সরকারী খাজনার ইজারাদার হইয়াছিলেন।

(২) কৃষ্ণপ্রসাদ ইন্দ্রনারায়ণের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। চন্দননগরের পতনের পর যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হওয়ায় তাঁহার অবস্থা অতিশয় হীন হইয়া পড়ে। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দেও তিনি জীবিত ছিলেন। তিনি প্যারিসে ফরাসি মন্ত্রীর নিকট নিজের দুর্দশার কথা ও তাঁহার পিতা ও তিনি স্বয়ং ফরাসি কোম্পানির কি উপকার করিয়াছেন সেই কথা জানাইয়া আর্থিক সাহায্য প্রার্থনা করিয়া এক আবেদন করেন। ফরাসি কোম্পানি তাহার কোন অনুকূল উত্তর দেন নাই।

(৩) কাশীনাথ পর্য্যন্ত ইন্দ্রনারায়ণের বংশ সমাজ পতিত ছিল। নেড়োয়মনের চট্টোপাধ্যায় বংশীয় দেওয়ান রামপ্রসাদ সমাজ পতিত কাশীনাথ চৌধুরীকে উদ্ধারের জন্য ত্রিশ হাজারের অধিক টাকা ব্যয় করিয়া দ্বাদশ মন্দির নির্ম্মাণ করত বহুদূর দেশাগত পণ্ডিত মণ্ডলীর সমক্ষে কাশীনাথকে সমাজে পুনস্থাপিত করেন। দ্বাদশ শিবের মধ্যে একটীর নাম কাশীনাথ।

(৪) শঙ্করপ্রসাদ ও চন্দ্রশেখর ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে সদর থানা ও জুগীপুকুর থানার সরহদ্দের মধ্যে সালিশী নিযুক্ত হন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিবাদ মীমাংসার জন্য চন্দননগরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ফরাসি কোম্পানি সম্রান্ত ব্যক্তিগণকে এই কার্য্যে অবৈতনিকভাবে নিযুক্ত করিতেন।

(৫) ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে দ্বারিকানাথ পণ্ডিত সাহেবের অফিসে দ্বিভাষীর কাজ করিতেন।

(৬) ইনি জেলারের কাজ করিতেন; ইঁহার বংশ নাই।

(৭) দ্বিজরাজ অতি নিপুণ চিত্রকর, অতিশয় মেধাবী ও সচ্চরিত্র যুবক, উন্মাদ রোগগ্রস্ত হইয়া বারাণসীর পাগলা গারদে আবদ্ধ আছেন।

Imp. 4263, dt. 23/9/09